

### দূর্বাষ্টমী ব্রত

দূর্বাষ্টমী ব্রতের সময় বা কাল- ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমী তথিতিে এই ব্রত করতে হয়, আর স্ত্রীলোকরোই এই ব্রত পালন করে থাকে।

দূর্বাষ্টমী ব্রতের দ্রব্য ও বধিান – ধূপ, ধুনো, দীপ, আটটি ফল, নবৈদ্য, হরতীকী, মষ্টিান্ন, খজুর, নারকেল, আঙ্গুর, ডালমি, বদোনা, কমলালবু প্রভৃতি।

এই ব্রত শেষে করে বংশবৃদ্ধি হওয়ার কামনা করতে হয়। এই ব্রত পালনের সময় ব্রাহ্মণকে পঠিতে, পয়সা, হরতীকী, মষ্টি প্রভৃতি দিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

দূর্বাষ্টমী ব্রতকথা[] এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এই ব্রতকথা বলছিলেন। যখন সমুদ্র মন্থন করা হয়, সেই সময় স্বয়ং নারায়ণ নজিরে হাত আর জানুর সাহায্যে, মন্দর পর্বতকে ধরে থেকে সমুদ্র মন্থন করছিলেন।

মন্দর পর্বতের সঙ্গে রগড়ে যাওয়ার ফলে তার দহেরে লোমগুলো ঘসে ঘসে সমুদ্রেরে জলে পড়েছিল, আর সেইগুলো ভাসতে ভাসতে তীরে পৌঁছে দূর্বা হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিল।

আবার দেবতা আর অসুরেরা যখন অমৃত সংগ্রহ করার জন্যে সমুদ্র মন্থন করেন সেই সময়েও দূর্বার ওপর কয়েক ফোঁটা অমৃত পড়েছিল, তার ফলে দূর্বা দেবতাদের অতি প্রিয় আর অমর হয়েছিল।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে অষ্টমীতে খজুর, নারকেল, আঙ্গুর, হরতীকী, ডালমি, বদোনা, কমলালবু প্রভৃতি ফল, ধূপ, দীপ, ফুল ও গন্ধ ও নবৈদ্য দিয়ে দূর্বার পূজা করতে হয়।

এই পূজার মন্ত্র হিসেবে বলতে হয়, “হে দূর্বা তুমি দেব ও অসুর সকলেরই প্রিয় ও পূজনীয়। তুমি যিনি, নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে অমর হয়ে এই পৃথিবীতে রয়েছেন[] তমেনি আমার সন্তানদেরও অমর করে দাও।”

বহু প্রাচীন যুগে দেবতারা, পার্বতী, রত্নি, সরস্বতী, গঙ্গা, দতি, অদতি,

মন্দোদরী, চণ্ডী, দীপ্তা, মায়া, রবের্তী, দময়ন্তী, মনেকা, রম্ভা আর  
ঋষিদের মযেরো দূর্বার পুজো করতনে।

খুব শুদ্ধ মনে ভক্তরি সঙ্গে নযিম অনুসারে দূর্বার পুজো করে ব্রাহ্মণকে  
ভুজি, কাপড়, ফল ও দক্ষিণা দতিহে হয়, পরে আত্মীয় কুটুম্বদেরে পরতিপ্ত  
করে ভোজন করযিহে নজিহে ভোজন করতহে হয়।

যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রাপ্তি বা বংশ বৃদ্ধি ও সন্তানদেরে দীর্ঘজীবন  
পাওয়ার জন্যে এই ব্রত করে, সে ইহলোকে স্বামী-পুত্র নযিহে সুখ-শান্ততিহে  
দনি কাটায়. আর দোন্তহে শ্রীবিশ্বিগুর চরণ লাভ করে থাকহে।

দূর্বাষ্টমী ব্রতহে ফল[] ভাদ্র মাসহে যে দূর্বাষ্টমী ব্রত পালন করহে[]সংসারে  
তাহে কোনোদনি দুঃখ ও শোক ভোগ করতহে হয়. না।

